দৈনিক ইনকিলাব
DEC. 27 1999

মাদ্রাসা শিক্ষাই আমাদের জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা হওয়া চাই

মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী

... ১৫-৮-১৭৮৫ তারিখে মাদ্রাসা-ই-আলীয়া

এই প্রেক্ষাপটেই কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসা তথা আলীয়া নেসাবের মাদ্রাসাসমূহের গোড়াপত্তন হয়। এর ১০০ বছর পর দেওবন্দ মাদ্রাসা তথা কওমী নেছাবের মাদ্রাসাসমূহ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ইংরেজদের সাথে সম্মুখযুদ্ধে পরাস্ত মুসলিম সিপাহসালার আলেমগণ সমরকৌশল পরিবর্তন করে শিক্ষা ও সংস্কৃতির রণাঙ্গন খুলেন এসব মাদ্রাসার মাধ্যমে।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে আমাদের দেশে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় আলীয়া মাদ্রাসাসমূহ এবং সাধারণ জনগণ ও মধ্যপ্রাচ্যের দানশীল ব্যক্তিদের সাহায্যে কওমী মাদ্রাসাসমূহ পরিচালিত হচ্ছে। উভয় মাদ্রাসা শিক্ষার মাঝে সিলেবাস ও কাঠামোগত ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। সামগ্রিকভাবে বলা যায়, কওমী মাদ্রাসসমূহ অতীত ঐতিহ্যকে ধরে রাখার লক্ষ্যে যুগের চাহিদাভিত্তিক শিক্ষা ও ভাষা চর্চার সুযোগ সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। ইদানীং অবশ্য বাংলা ও ইংরেজী শিক্ষার প্রসারের মাধ্যমে সেই দেয়াল ভাঙ্গার চেষ্টা ব্যাপকভাবে চলছে।

ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার মডেল

নির্মোহভাবে বলতে পারি যে, আলীয়া নেছাবের মাদ্রাসাসমূহের সিলেবাসে বর্তমানে যে সংস্কার আনা হয়েছে তা সামান্য ক্রটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও দাখিল পর্যন্ত একটি ইসলামী শিক্ষার মডেল। এখানে বর্তমান আরব বিশ্বের মান অনুযায়ী আরবী সাহিত্য পড়ানো হয়। বাংলা ভাষায় সহজভাবে ফিকাহ শাস্ত্রের প্রয়োজনীয় শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। দেশ, জাতি ও ঐতিহ্যকে সামনে রেখে ইসলামের ইতিহাসেরও পাঠ রয়েছে সকল শ্রেণীতে। বোর্ড কর্তৃপক্ষ স্কুলের সাথে প্রতিযোগিতা করার মত মান রক্ষা করে ইসলামী আদর্শভিত্তিক উন্নতমানের বাংলা ও ইংরেজী সাহিত্য পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এ সিলেবাস নিঃসন্দেহে মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য একটি সাফল্য তথা ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার ফাউন্ডেশন মডেল এবং সবার জন্য অনুকরণযোগ্য। দুর্ভাগ্য হল, মাদ্রাসা বোর্ড কর্তৃপক্ষ এত সুন্দর সিলেবাসের পক্ষে কোন প্রচারণা চালাচ্ছে না। আলিম স্তরও বৈজ্ঞানিকভাবে বিন্যস্ত। তবে আলিম স্তরে গিয়ে মাদ্রাসা বোর্ড বাংলা ও ইংরেজী সাহিত্য কলেজেরটাই হুবহু রেখে দিয়েছেন। ইসলামী আদর্শের আদলে এরও সংস্কার ও বিন্যাস প্রয়োজন। নচেত মাদ্রাসা শিক্ষার স্বাতন্ত্র্য ও ঐতিহ্য নষ্ট হয়ে যাবে। আমরা জোর দিয়ে বলব যে, সকল দুর্বলতা সত্ত্বেও আলীয়া নেসাবের ইবতেদায়ী ও দাখিলের সিলেবাস মাদ্রাসা শিক্ষার যুগোপযোগী বিন্যাস। তবে আশংকার বিষয় হল, আলিম ও কামিল স্তরে সংস্কার না করে কলেজের ইংরেজী ও বাংলা বই পাঠ্য থাকায় মাদ্রাসা ছাত্রদের মন ও মেজাজের ওপর তার বিরূপ প্রভাব পড়ছে।

নৈতিকতা ও আখলাক শিক্ষার গুরুত্ব

এ পরিস্থিতিতে সরকারী নেসাবের মাদ্রাসাসমূহের জন্য বড় হুমকি হচ্ছে আখলাকী। সাধারণ শিক্ষা তথা ইংরেজী, অংক, বাংলা, বিজ্ঞান সিলেবাসভুক্ত হয়ে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির দুয়ার খুলে যাওয়ার পর মাদ্রাসার ছাত্ররা ইসলামী আদব-আখলাকের প্রতি দ্রুত অমনোযোগী হয়ে পড়ছে। এর ... শুধু ছাত্ররা নয়। কিংবা বিদ্যমান সিলেবাসও নয়। ...ক নিয়োগে সরকারী নীতিমালা এর জন্য সবচেয়ে বেশী দায়ী হচ্ছে, ফাযিলকে ডিগ্রীর ... ও আলিম থেকে ছাত্রদের কলেজ ও ...য়ার কলা-কৌশল। এর ফলে আগে ...লয়ের পরিবেশ ও চাল-চলনের প্রতি ...মাদ্রাসা শিক্ষা সাধারণ শিক্ষার ন্যায় পুথিগত বিদ্যার নাম নয়। ডাক্তারিতে শুধু বই পড়লে ডাক্তার হওয়া যায় না, প্র্যাক্টিক্যাল চর্চার প্রয়োজন। মাদ্রাসায় শুধু কিতাব পড়লে আলেম হওয়া যায় না, তার জন্য বাস্তব জীবনে ইসলামী আদব-কায়দা ও জীবনাচার চর্চার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। মাদ্রাসা শিক্ষার এ দিকটি ক্যাডেট কলেজের ন্যায় গুরুত্ব দিয়ে চর্চা হওয়া উচিত, যা বর্তমানে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। মাদ্রাসা শিক্ষার সিলেবাস প্রণয়নে যাদের ভূমিকা আছে, বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য তাদের প্রতি অনুরোধ জানাচ্ছি। কারণ, মাদ্রাসা শিক্ষার এই বৈশিষ্ট্যটি না থাকলে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামী শিক্ষা বিভাগের সাথে কোন তফাৎ থাকবে না। এমনকি পাশ্চাত্যের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ইসলামী বিষয়ক গবেষক আর সত্যিকার আলেমে দ্বীনের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করা যাবে না।

ফাযিলের মান

বর্তমানে মাদ্রাসা শিক্ষার অস্তিত্বের প্রশ্নে বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ হচ্ছে, ফাযিলকে কার্যত ডিগ্রীর মান না দেয়া। ফাযিলে ডিগ্রীর সিলেবাস পুরোপুরি পড়ানো হয়। অথচ মান দেয়া হয় না এবং ফাযিল পাস ছাত্রদের বিসিএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া হয় না। এর চেয়ে অবিচার আর কি হতে পারে? সংকটটি কত জঘন্য রূপ নিয়েছে তা এ বিষয়টি চিন্তা করলেই বুঝা যাবে। মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীরা দাখেল পাস করার পর কলেজে ভর্তি হতে পারে। আবার আলিম পাস করার পর বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রীতে কিংবা অনার্সে ভর্তি হতে পারে। আলিম পাসের পর দুই বছরের মধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার সুযোগ থাকে। কাজেই আলিমের পর ছাত্র-ছাত্রীদের বাধ্যতামূলকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যেতে হয়। কেননা, ফাযিলের যেহেতু ডিগ্রীর স্বীকৃতি নেই সেহেতু ফাজিল পাসের পর মাস্টার্সে ভর্তি হতে পারে না। আবার দু'বছরের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি না হলেও ভর্তির সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যায়। কেউ যদি একই সাথে মাদ্রাসায় এবং অনার্সে ডিগ্রীতে পড়তে চায় আইনত তাও সিদ্ধ নয়। এর মানে হল আলিমের পর হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা ভুলে গিয়ে স্বীকৃতি ও মানবিহীন ফাযিল-কামিল পড়তে হবে অথবা মাদ্রাসা ত্যাগ করে চলে যেতে হবে। দেখা যাচ্ছে যে, সার্টিফিকেটের মান না থাকার কারণে প্রায় সব ছাত্রই মাদ্রাসা খালি করে চলে যাচ্ছে। ফলে সব সিনিয়র মাদ্রাসাতেই বড় ধরনের ছাত্রশূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে সরকারের ঘোষণা দিতে হবে না; বরং এমনিতেই ফাযিল ও কামিল মাদ্রাসাসমূহ বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এই ভয়াবহ পরিণতির হাত থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় ফাযিলের জন্য ডিগ্রীর স্বীকৃতি ও মান আদায়। যতদূর জানি, বিগত সরকারের আমলেই বাংলাদেশের সব বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ফাযিলকে ডিগ্রীর মান দেয়ার ব্যাপারে অনুমোদন দিয়েছে। কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ফাইল আটকা পড়েছে। আলিমের পর অনার্স ও মাস্টার্স পর্যায়ের দাখিল ও কামিলের সিলেবাস ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণের কর্তৃপক্ষ কে হবে- এ প্রশ্নটিও উত্থাপিত হয়েছে। সংক্ষেপে যার সমাধান হল মাদ্রাসা-ই-আলিয়া ঢাকাকে এফিলিয়েশন ক্ষমতা দিয়ে ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করা হোক। সেখান থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অনার্স ও মাস্টার্সের আদলে ফাযিল ও কামিলের সিলেবাস সাজানো হবে। মাদ্রাসা শিক্ষার অস্তিত্ব রক্ষা করতে হলে এ দাবী ও পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ছাড়া উপায়ান্তর দেখছি না।

মাদ্রাসা শিক্ষা ও কলা অনুষদ

মাদ্রাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে আরেকটি অভিযোগ হল, এ শিক্ষা ব্যবস্থা উৎপাদনশীল নয়। সহজ ভাষায় বলতে গেলে ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার পর যেভাবে অর্থ উপার্জনের ব্যবস্থা আছে অথবা অর্থনীতি ও বাণিজ্য বিষয়ক নানা সাবজেক্টে পাস করার পর যেভাবে ভাল বেতনে চাকরির নিশ্চয়তা রয়েছে মাদ্রাসা শিক্ষিতদের জন্য সে সুযোগ নেই। কাজেই মাদ্রাসা শিক্ষা অনুৎপাদনশীল এবং মাদ্রাসাসমূহ হতে একশ্রেণীর বেকার যুবক সৃষ্টি হয়, যারা সমাজের জন্য বোঝাস্বরূপ এবং মসজিদ, মাদ্রাসার খেদমত অথবা মধ্যপ্রাচ্যে এ ধরনের খেদমতী চাকরি ছাড়া তাদের কোন গতি নেই। মাদ্রাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে এ অভিযোগ সত্য হলে বলব যে, আধুনিক শিক্ষার অনেক Subject-এর বেলায়ও তা সত্য। এ সব Subject থেকে মাদ্রাসা ছাত্রদের চাইতেও অকর্মণ্য লোক বের হয় যাদের দিয়ে দেশের উন্নতি, উৎপাদন কার্যক্রম, এমনকি নিজেদের চলার ব্যবস্থাও সম্ভব হয় না। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সবচেয়ে জমকালো অনুষদ কলা অনুষদের অধিকাংশ Subject-এর বেলায় এ অভিযোগ সত্য ও প্রযোজ্য। ইদানীং ইংরেজী ভাষায় শিক্ষকতার ব্যাপক চাহিদা থাকলেও জাতীয় ভাষা বাংলা পড়ে যারা বের হয় তাদেরকে বিশ্ববিদ্যালয় বা হাতেগোনা কলেজে পোস্ট খালি হয় কিনা তার জন্য হা করে বসে থাকতে হয়। তাতে করে বছরের ব্যাচ মিলে দু'একজনের হয়তো চাকরি হয়, কিন্তু বাকীদের বেকারের খাতায় নাম লেখান ছাড়া উপায় থাকে না। যারা আরবী, উর্দু, ফার্সী, সংস্কৃতি প্রভৃতি ভাষা পড়ে তাদেরও এ দশার সম্মুখীন হওয়া ছাড়া উপায় নেই। যারা সাধারণ ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস বা ইসলামী শিক্ষা কিংবা দর্শন পড়ে অভিযোগকারীদের যুক্তিমাফিক তারাও উৎপাদনবিমুখ বেকারদের দলভুক্ত। কাজেই মাদ্রাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে উৎপাদন বিমুখতার প্রশ্ন আনা হলে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের গোটা কলা অনুষদের বিরুদ্ধেই এ অভিযোগ আনতে হবে, এবং কলা অনুষদ বন্ধ করে দিয়ে জাতিকে কেবল সাইন্স, ইঞ্জিনিয়ারিং, ম্যানেজমেন্ট প্রভৃতি Subject-এর চর্চায় ধাবিত করতে হবে।

আমার প্রশ্ন, কলা অনুষদের সাবজেক্টগুলো কি অপ্রয়োজনীয় বা উৎপাদনবিমুখ বলা সমীচীন হবে? কিছুতেই না। কারণ, কলা অনুষদভুক্ত বিষয়গুলো চর্চা বন্ধ হয়ে গেলে মানুষের মন-মনন চর্চা ও নৈতিকতার অপমৃত্যু ঘটবে। ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে, সাহিত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির অঙ্গন উজাড় হয়ে যাবে এবং মানুষ সম্পূর্ণ রোবোটের ন্যায় উৎপাদনযন্ত্রে পরিণত হবে। এ জন্যেই পৃথিবীর সকল দেশে আপাতদৃষ্টিতে অনুৎপাদনশীল মনে হলেও কলা অনুষদের ব্যাপক চর্চা বিদ্যমান রয়েছে। দৃষ্টি সামান্য প্রসারিত করে একই আঙ্গিকে মাদ্রাসা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি খতিয়ে দেখার অনুরোধ জানাচ্ছি।

জাতির নৈতিক শিক্ষকের ভূমিকায়

মানুষের বৈচিত্র্যমুখী জীবনকে যে নীতি সমষ্টি ধারণ করে তার নাম ধর্ম। মানুষের মনে চরিত্র, সৌন্দর্য ও মানবীয় গুণাবলীর বিচিত্র ফুল ফুটানোই ধর্মের লক্ষ্য। এ ক্ষেত্রে ইসলামের অবদান তুলনাহীন। মাদ্রাসা শিক্ষা প্রধানত ইসলাম ধর্মের এসব শিক্ষাকেই লালন ও চর্চা করে। দেশের ২ লাখের অধিক মসজিদে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ও জুমায়-ঈদে লক্ষ-কোটি জনতার স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি প্রমাণ করে যে, দলমত নির্বিশেষে এদেশের মানুষ ধর্মপ্রাণ এবং ধর্মকে অবলম্বন করে জীবনকে সাজাতে চায়। কাজেই জনসাধারণের এই আবেগ ও ধর্মীয় চর্চার প্রয়োজনেও মাদ্রাসা শিক্ষা অপরিহার্য। যারা সমাজ নিয়ে চিন্তা করেন তারা অকপটে স্বীকার করবেন যে, আমাদের দেশ এখনো যতটুকু নীতিনৈতিকতা, পারস্পরিক পরিচয় বন্ধন, স্বার্থত্যাগের ভাবধারা, দানশীলতা, ন্যায় ও পবিত্রতার চেতনা বিদ্যমান, তা একমাত্র মাদ্রাসা শিক্ষারই অবদান। অগণিত মসজিদ, ধর্মীয় মাহফিল, খানকাহ প্রভৃতি গোটা জাতিকে সত্য ও ন্যায় চর্চার পথে উৎসাহিত করে চলেছে। মানব জীবনের এসব গুরুত্বপূর্ণ দিককে যারা অস্বীকার করেন, তারা মানুষকে খেটে খাওয়া জানোয়ার বানাতেই ওকালতি করেন। আমাদের কথা হল, মাদ্রাসা শিক্ষা অনুৎপাদনশীল হওয়ার অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। মাদ্রাসা শিক্ষিতরা মাদ্রাসায় শিক্ষকতা, মসজিদের ইমামতি প্রভৃতি ছাড়াও কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পাড়ি দিয়ে জাতীয় জীবনের প্রতিটি অঙ্গনে ছড়িয়ে পড়েছে। যাদেরকে একেবারে দুর্বল মনে করা হয়, তারাও কমপক্ষে গ্রামে, মহল্লায়, শহরে ফোরকানিয়া মাদ্রাসায় পবিত্র কুরআন, অক্ষর জ্ঞান, দোয়া-কালাম, জরুরী মাসায়েল প্রভৃতি শিক্ষাদানের মাধ্যমে জাতির নৈতিক শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। যা সামাজিক সম্প্রীতি, শান্তি-শৃঙ্খলা ও পবিত্র চেতনার পরিচর্যায় কালজয়ী অবদান রাখে। সরকারী চাকুরী শেষে অবসর গ্রহণের পর মন যখন পরকালীন জীবনের কথা চিন্তা করে আল্লাহর দিকে ধাবিত হতে চায়, তখন শৈশবে মক্তবে মৌলভী হুজুরের শিখানো দোয়া-কালামই হয় আমাদের প্রধান সম্বল। রিটায়ার্ড লোকদের পক্ষে এ সহজ কথাটি বুঝতে মোটেও কষ্ট হবার কথা নয়।

বিজ্ঞান শিক্ষা মাদ্রাসায়

আমরা আবারো চলতে চাই যে, যে চাহিদা ও প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে কলা অনুষদের সাবজেক্টগুলোর চর্চা প্রয়োজন তার চাইতে অধিক প্রয়োজনের তাগিদে মাদ্রাসা শিক্ষার চর্চা ও প্রসার প্রয়োজন এবং তার বিরুদ্ধে উৎপাদনবিমুখতার অভিযোগ সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও অজ্ঞতাপ্রসূত। এর সাথে আরেকটি বিষয় যোগ করলে মাদ্রাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে অভিযোগগুলো কতখানি ভিত্তিহীন, বিদ্বেষপ্রসূত ও কাল্পনিক তা পরিষ্কার হয়ে যাবে। বিষয়টি হলো, মাদ্রাসা শিক্ষা দাখিল নবম শ্রেণীতে গিয়ে দু'টি পৃথক গ্রুপে বিভক্ত হয়েছে। একটি সাধারণ, যেখানে ধর্মীয় ও আরবী শিক্ষার প্রাধান্য বিদ্যমান, অপর গ্রুপটি বিজ্ঞান। বিজ্ঞান গ্রুপ নিয়ে অগণিত ছাত্র দাখিল পাস করে কলেজে বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি কিংবা মাদ্রাসায় আলিম বিজ্ঞানে অধ্যয়নের সুযোগ পাচ্ছে। তারা আলিমে বিজ্ঞান নিয়ে পাস করার পর অনায়াসে চিকিৎসা, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি বিষয়ে প্রতিযোগিতাপূর্ণ ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বিজ্ঞান চর্চার সুযোগ লাভ করছে। এরপরও যদি কেউ মাদ্রাসা শিক্ষাকে উৎপাদনবিমুখ বেকার তৈরীর শিক্ষা বলে তাহলে তাদের জ্ঞানের দৈন্যতার প্রতি করুণা করা ছাড়া উপায় নেই।

(সমাপ্ত)